যখন যেমন তখন তেমন

আগের থেকেই ওদের স্থির ছিল যে এবারের মহরমে তাজিয়াটা ওরা খুব প্রকাণ্ড করে করবে। হয়েছেও তাই, অন্যবারের চেয়ে এবারের তাজিয়াটা অন্তত ছ গুণ বড় হয়েছে—আর উঁচুও হয়েছে প্রায় দোতলা বাড়ির সমান! তাজিয়াটা দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না—হ্যাঁ, একখানা তাজিয়ার মত তাজিয়া বটে! এ অঞ্চলের আর কারুর তাজিয়াকে ওদের ছাড়িয়ে উঠতে হবে না সে সম্বন্ধে ওরা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু একটা হলো মুশকিল। যে যে রাস্তা দিয়ে তাজিয়াটা যাবে তার দুপাশের কোন কোন গাছের শাখা-প্রশাখায় ওটার বাধা পাওয়ার আশঙ্কা রইলো। এটা ওদের ধারণায় আসেনি, আজই প্রথম চোখে পড়ল হঠাৎ। তাই আজ মহরমের দিনে সকাল থেকেই গাছে গাছে লোক লেগে গেছে ডালপালা ছাঁটার কাজে!

এই নিয়ে আলোচনা চলছিল তর্কচঞ্চু ও ন্যায়বাগীশের মধ্যে—'এবার মুসলমানদের তাজিয়াটা বড় হলো কেন জানো হে তর্কচঞ্চু! আমার জন্যই।'

বিস্ময়াবিষ্ট তর্কচঞ্চু বলল—'বলো কি হে ন্যায়বাগীশ, তুমি—তুমি—তোমার—'

'আহা, আমি কি ওদের কানে কানে বলতে গেছি! আমার অভিশাপের জন্যই এটা হলো।'

'তুমি অভিশাপ দিয়ে ওদের তাজিয়া বাড়িয়ে দিলে? শাপে বর হয়ে গেল যে হে!'

'আহা, আমি কি তাজিয়াকে অভিশাপ দিতে গেছি? সেদিন তোমায় বললাম না? বড় রাস্তা দিয়ে যেতে একটা ক্ষুদ্র প্রশাখা এসে পড়ল আমার পৃষ্ঠদেশে—তোমাকে বলিনি কথাটা? এখনো পৃষ্ঠে বেশ বেদনা রয়েছে!'

'বলেছিলে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাজিয়া বৃদ্ধির সম্পর্ক তো খুঁজে পাচ্ছি না ভায়া।'

'তৎক্ষণাৎ আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বৃক্ষদের ব্রহ্মশাপ দিলাম, বড্ড বাড় বেড়েছিস তোরা। ভস্ম হয়ে যা। বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, এখনো প্রত্যহ কাঁচকলা দিয়ে হবিষ্যান্ন করি, আমার ব্রহ্মশাপ কি ব্যর্থ হবার?'

তর্কচঞ্চু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল—'ঠিক বুঝতে পারলাম না ভায়া! বড় রাস্তার গাছগুলো তো আজ প্রাতঃকালেও সজীব দেখেছি, ভস্ম হয়ে যায়নি তো।'

'এইবার হবে। সবুরে মেওয়া ফলে! সাপের বিষ ধরতে সময় লাগে, ব্রহ্মশাপের বেলাই কি অন্যথা হবে? কেন, দেখতে পাচ্ছ না? আজ প্রত্যুষ হতেই বড় রাস্তার শাখা-প্রশাখা সব কাটা পড়েছে, তাজিয়া যাবার জন্য। সেই সব ছিন্ন শাখা-প্রশাখা জমিদারবাড়ি চলে যাচ্ছে ইন্ধনের নিমিত্ত। একবার উনুনে ঢুকলে ভস্মসাৎ হতে আর কতক্ষণ হে?'

তর্কচঞ্চু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'ও, এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। তোমার ব্রহ্মশাপের ফল যে এতদূর গড়াবে আগে ভাবতে পারিনি।'

ন্যায়বাগীশ আস্ফালন করতে লাগলেন—'ঠিক হয়েছে, চূড়ান্ত হয়েছে। আজকাল ব্রহ্মশাপ ফলে না যারা বলে তারা দেখুক এসে। ওঃ, এখনো আমার পৃষ্ঠদেশে বেদনা রয়েছে হে!'

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকো টানতে টানতে উপস্থিত হলেন—'বুঝলে হে তর্কচঞ্চু, সমস্তই মায়া!'

তর্কচঞ্চু বললেন—'তবু একটু সতর্ক হয়ে টানাই ভাল। যেভাবে হুঁকোটাকে ধরেছ, যদি কলকের আগুন নলচে টপ্‌কে গায়ে এসে পড়ে তখন সমস্তটা ঠিক মায়া বলে বোধ হবে না।'

হুঁকোটা পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল হয়ে এসেছিল, বেদান্ত শিরোমণি ওকে রাইট অ্যাঙ্গলে স্থাপন করে বললেন—'যা বলেছ। বিশেষত গায়ে না পড়ে যদি বস্ত্রে লাগে তবে ত পাঁচ সিকের ধাক্কায় ফেলেছে। বস্ত্র কি আক্রা হে আজকালকার বাজারে—আড়াই মুদ্রা জোড়া! ঠিক বলেছ তুমি তর্কচঞ্চু! সাবধানের বিনাশ নাই।'

ন্যায়বাগীশ বললেন—'স্মৃতিরত্নকে দেখছি না, আজ সকাল থেকে কোথায় গেল সে?—'

জঙ্গীপুর গ্রামটিকে ব্রাহ্মণ-প্রধান বলাই উচিত কেননা ব্রাহ্মণরাই এখানে প্রধান—অন্তত তাদের নিজেদের কাছে। হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর কয়েক ঘর থাকলেও, তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের কোন সম্পর্ক নেই—না অন্তরের, না বাইরের। স্মৃতিরত্ন, তর্কচঞ্চু, ন্যায়বাগীশ, কাব্যতীর্থ আর বেদান্ত-

শিরোমণি—এই পাঁচঘর, চারিধারের ম্লেচ্ছতা আর অস্পৃশ্যতার সমুদ্রে মোহনার পাঁচটি ব-দ্বীপের মতো কোন রকমে নিজেদের মাহাত্ম্য ও শুচিতা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ম্লেচ্ছতার সমুদ্রই বলতেই হবে, কেননা এর আশপাশ থেকে শুরু করে বহু দূর পর্যন্ত কেবল মুসলমান আর মুসলমান। চারিধারেই মুসলমানের বস্তি—জঙ্গিপুর নামের মধ্যেই তার পরিচয় রয়েছে। যখন পোলাও, কালিয়া আর মুরগী রান্নার সৌরভ এসে আক্রমণ করে তখন স্মৃতিরত্ন ঘন ঘন নাকে নস্য দিতে থাকেন, কাব্যতীর্থ ওর ফাঁকে এক আধটু ঘ্রাণে অর্ধ ভোজন করে নেন হয়ত, কেবল বেদান্ত শিরোমণি ঘন ঘন হুঁকো টানেন আর বলেন—মায়া, মায়া, সমস্তই মায়া!

বলতে বলতে স্মৃতিরত্ন এসে উপস্থিত। তর্কচঞ্চু বললেন—'বহুদিন বাঁচবে তুমি হে! বহুকাল জীবিত থাকবে! এই মাত্র ন্যায়বাগীশ তোমার নাম উচ্চারণ করছিল।'

বেদান্ত-শিরোমণি হুঁকোটা তর্কচঞ্চুর হাতে দিয়ে বললেন—'বাঁচলে কি হবে, সমস্তই মায়া। ওর বাঁচাও যা, মরাও তাই।'

ন্যায়বাগীশ বললেন,—'উঁহু, মরাটাকে ঠিক তাই বলতে পারি না! মরলে শ্রাদ্ধের একটা ভোজ পাওয়া যাবে, সেটাকে কি ঠিক মায়া বলা যায়? তুমি এই সাতসকালে কোথায় গেছলে হে স্মৃতিরত্ন?'

'আর বোলো না! একটা জাতিচ্যুতির ব্যাপার।'

সবাই আগ্রহে ঘন হয়ে এল—'বলো কি হে? কার জাতিচ্যুতি হলো আবার?'

'নতুন কুপটার। বুঝতে পারছ না? বাজারের নতুন ইঁদারাটার গো! মুচিরা বালতি ডুবিয়েছিল।'

কাব্যতীর্থ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন, এইবার এগিয়ে এলেন, 'তা ডুবিয়েছিল, অমনি কূপের জাত মারা গেল? এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে যা জল পিপাসা হয় তা কহতব্য নয়—আর মুচি বলে কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই ওদের? কোথায় যায় বেচারারা কও দেখি।'

স্মৃতিরত্ন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'তুমি থামো কাব্যতীর্থ! কাব্যের অনুশাসনে কিছু সংসার চলছে না। মনুসংহিতার বিধান মেনে চলতে হবে আমাদের। তোমাদের কি—কথায় বলে, নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।'

ন্যায়বাগীশ বললেন—'তা তুমি কি বিধান দিলে স্মৃতিরত্ন?'

'যা শাস্ত্রে রয়েছে তা ছাড়া আবার কি? প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিলাম!'

বেদান্ত শিরোমণি বিস্ময়ে বললেন—'ইঁদারার প্রায়শ্চিত্ত, সে আবার কি হে? ইঁদুরের প্রায়শ্চিত্ত হলেও না হয় বুঝতাম; তবে একটা কথা, কিছুই বোঝার আবশ্যক করে না—সমস্তই মায়া কি না!'

স্মৃতিরত্ন বললেন—'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালার নামই প্রায়শ্চিত্ত—কূপের বেলায় কি তার অন্যথা হবে? শান-বাঁধানো মাথাটা চেঁছে ফেলা হলো, তারপর

পঞ্চগব্য দিয়ে সমস্ত জায়গাটা ভাল করে মাজা হলো, তারপর কলসপূর্ণ ঘোল ঢেলে দেওয়া হলো কূপের মধ্যে।'

কাব্যতীর্থ দুঃখ প্রকাশ করলেন—'আহা, পেটে গেলে কাজ দিত হে! এই দারুণ গ্রীষ্মে ঘোলের শরবত অতি উপাদেয়।"

ন্যায়বাগীশ বললেন—'কিন্তু পাপ করল মুচিরা, প্রায়শ্চিত্ত কূপের। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে, এটা কি রকম ন্যায়সঙ্গত?'

স্মৃতিরত্ন বললেন—'তারও ব্যবস্থা করেছি। আমি কি সহজে ছাড়বার পাত্র? জমিদার-বাড়ি হয়েই আসছি, ভিটেমাটি-উচ্ছেদ করে মুচিদের গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে এলাম। একেবারে প্রায়শ্চিত্তের বাবা, কি বলো হে তর্কচঞ্চু?'

তর্কচঞ্চু মাথা নাড়তে লাগলেন—'ভাল কাজ করো নি হে! হাঁড়িজনরা সব হরিজন হচ্ছে আজকাল, একটু সতর্ক থাকতেই হয়। যদি বাগে পেয়ে গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়? অবশ্য আমরা গরু নই এবং এখনও মরিনি—মরা গরুরই ওরা ছড়ায়। কিন্তু ভ্রম হতে কতক্ষণ? রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, আর ব্রাহ্মণে গরু ভ্রম হবে এ আর বেশি কথা কি?'

বেদান্ত শিরোমণি হুঁকোটা হাতে নিয়ে বললেন—'হাঁ, এখন কিছুদিন সতর্ক থাকতেই হবে, যা ব্যবস্থা দিয়ে এসেছেন স্মৃতিরত্ন! যদিও সমস্তই মায়া তবু প্রাণের মায়াটাই হলো তার মধ্যে প্রধান। সাবধানের বিনাশ নেই, কি বলো হে তর্কচঞ্চু?'

তর্কচঞ্চু এমন সময়ে প্রস্তাব করলেন—'চলো, মহরমের তাজিয়াটা দেখে আসিগে! ন্যায়বাগীশের ব্রহ্মশাপের ফলে ওটার কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসা যাক।'

স্মৃতিরত্নের নাসিকা কুঞ্চিত হলো—'ম্লেচ্ছদের ব্যাপার.....'

ন্যায়বাগীশের উৎসাহ দেখা গেল—'তাতে কি! দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

কাব্যতীর্থ যোগ দিলেন—'তাজ আর তাজিয়া উভয়ই এক বস্তু শুনেছি। তাজমহল থেকেই তাজিয়ার উৎপত্তি মনে হয়! তাজমহল চাক্ষুষ করার আশা তো নেই কোনদিন, তাজিয়া দেখেই আশ মিটানো যাক।'

বেদান্ত শিরোমণি বললেন—'সবই মায়া জানি, তবু চলো। একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার যে তাতে সন্দেহ নাস্তি!'

যা শোনা গেছল সত্যি! এত বড় উঁচু তাজিয়া এ অঞ্চলে দেখা যায়নি, অন্তত স্মৃতিরত্ন তো জন্মাবধি দেখেননি, কাব্যতীর্থ যে রকম হাঁ করেছেন তাতে মনে হয়, পরজন্মেও যে এত বড় তাজিয়া তিনি দেখতে পারেন তেমন প্রত্যাশা তিনি রাখেন না। বেদান্ত শিরোমণির কাছে সমস্তই মায়া, তিনি হুঁকোর ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এই অপূর্ব সৃষ্টিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। আর ন্যায়বাগীশের কথা বলাই বাহুল্য, তাঁরই ব্রহ্মশাপের জোরে যেন তাজিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, সাফল্য-গর্বে হাসি তাঁর ধরেনা আর।

কেবল কাব্যতীর্থের মুখ দিয়ে বাক্য বেরয়—'হ্যাঁ, তাজমহলই বটে!'

মহরমের শোভাযাত্রা বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু মুশকিল বেধেছিল ঐ তাজমহলকে নিয়েই। ওটাকে বইবে কে? কারা? যেমন উঁচু, ভারিও সেই অনুপাতে কিছু কম হয়নি। তাছাড়া সবাই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে চায়, তাজিয়া বয়ে মরতে রাজি নয় কেউ। সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দেখিয়ে ওদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করল, 'ওই হাঁদু মৌলবীদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিলে হয় না?'

ওদেরই মধ্যে যে একটু বিশেষজ্ঞ সে বলল—'চুপ চুপ, ওরা সব পান্ডিৎ। মৌলবী কইলে ওনাদের গোঁসা হইবে, তখন আর ওনারা কাঁধ দিতে রাজি হবেননি।'

প্রস্তাব শুনে 'পাণ্ডিৎদের' চক্ষু তো চড়কগাছ! ন্যায়বাগীশের এখনো পৃষ্ঠপ্রদেশের বেদনা মরেনি, তার উপর ওই ভারি তাজিয়া বইতে হলেই তো তাঁর হয়েছে! কতদূর নিয়ে যেতে হবে কে জানে! স্মৃতিরত্নের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, তিনি আমতা আমতা করে বললেন—'বাপু আমরা হলেম গিয়ে—আমরা গিয়ে—ও হে কাব্যতীর্থ, ম্লেচ্ছ কথাটার পারসিক প্রতিশব্দটা কিহে?'

শুষ্ক মুখে কাব্যতীর্থ বললেন—'কাফের।'

'হ্যাঁ, আমরা হলাম গিয়ে কাফের। আমরা ছুঁলে তোমাদের দেবতা অশুদ্ধ হবে না?'

যাদের মিলিটারি মেজাজ তারা কথার ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করে না, আইন-কানুনের সূক্ষ্ম তর্কেও তাদের উৎসাহ নেই! স্মৃতিরত্নের অত বড় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জবাবে এই সংক্ষিপ্ত কথাটা ওরা জানাল যে তাজিয়া বইতে রাজি না হলে মাথাগুলো রেখে যেতে হবে।

তর্কচঞ্চু স্মৃতিরত্নকে প্রশ্ন করলেন—'এ সম্বন্ধে মনুর কি বিধান? যবনদের তাজিয়া বওয়া কি শাস্ত্রসম্মত?'

স্মৃতিরত্ন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। কাব্যতীর্থ বলেন—'এ সম্বন্ধে বেদবাক্য কিছু না থাকলেও প্রবাদবাক্য একটা আছে বটে, তাতে বলে—পড়েছ মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে।'

বেদান্ত-শিরোমণি বললেন—'যদিও সমস্তই মায়া তবু মাথাকে স্কন্ধচ্যুত করার চেয়ে তাজিয়াকে স্কন্ধে নেওয়াই আমার মতে সমীচীন। কি বলো হে ন্যায়বাগীশ?'

ন্যায়বাগীশ কিছুই বলেন না, কেবল পিঠে হাত বুলান। শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে চলল জোয়ান ছোকরার দল লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে, তাদের অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স যাদের তারা সবাই লম্বা লম্বা লাঠি উঁচু করে—মুহুর্মুহু লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি বাধানোই হলো তাদের কাজ। তারপর চলছিল ছয়টা জয়ঢাক, তাদের আওয়াজে কানে তালা লাগবার যোগাড়। তাদের পেছনেই আরেকদল চলল—তাদের বুক বোধকরি পাথরের—তারা খালি 'হাসান হোসেন' বলে আর বুক চাপড়ায়। তারপরেই পান্ডিৎদের পৃষ্ঠারূঢ় চলমান তাজমহল। চলমান এবং টলমান।

তর্কচঞ্চু কাঁধ বদলে নিয়ে বলেন—'শাপটা দিয়ে ভাল করোনি হে ন্যায়াগীশ ! এখন ঠেলা সামলাও।'

ন্যায়বাগীশের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ শোনায়—'আর ভাই, কে জানে ব্রহ্মশাপের জের এতদূর গড়াবে !'

কাব্যতীর্থ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন—'ব্যাটারা অমন করে বুক চাপড়ায় কেন হে ?'

বেদান্ত-শিরোমণি ভারী গম্ভীর হয়ে যান—'সমস্তই মায়া, কিন্তু মায়াদয়া নেই ব্যাটাদের। এত ভারী করার কি দরকার ছিল এমন ! তাছাড়া যা পেঁয়াজের গন্ধ ছেড়েছে—'

করাঘাতকারীদের একজন পণ্ডিতদের বলে—'হ্যাঁ দ্যাখো। তোমরা চাপড় দাও না ক্যান ? ছাতি চাপড়াও।'

স্মৃতিরত্ন বললেন—'এর ওপর যদি আবার বুক চাপড়াতে হয় তাহলে তাজিয়া পড়ে যাবে কিন্তু।'

ন্যায়বাগীশ ভীত হয়ে ওঠেন—'সর্বনাশ ! একেই আমার পৃষ্ঠে ব্যথা তারপর তাজমহল-চাপা পড়লে আর বাঁচব না।'

ওরা বিরক্তি প্রকাশ করে—'চাপড় যদি না দিবা তো আমরা যা কইতেছি তাই কও।'

স্মৃতিরত্ন চাপা গলায় প্রশ্ন করেন—'কি বলছে ব্যাটারা বুঝতে পারছ কিছু ?'

'বোধ হয় বলছে—' তর্কচঞ্চু চুপি চুপি কথাটা জানান। স্মৃতিরত্ন ঘাড় নাড়েন—'ঠিক বলেছ, তাই হবে।'

ওরা বলতে বলতে চলে—'হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন, হাসেন হোসেন···'

পণ্ডিতেরা অগত্যা যোগ দেন—'যখন যেমন, তখন তেমন ! যখন যেমন, তখন তেমন···'

Jokhon Jemon Tokhon Temon

by

Shibram Chakrabarti

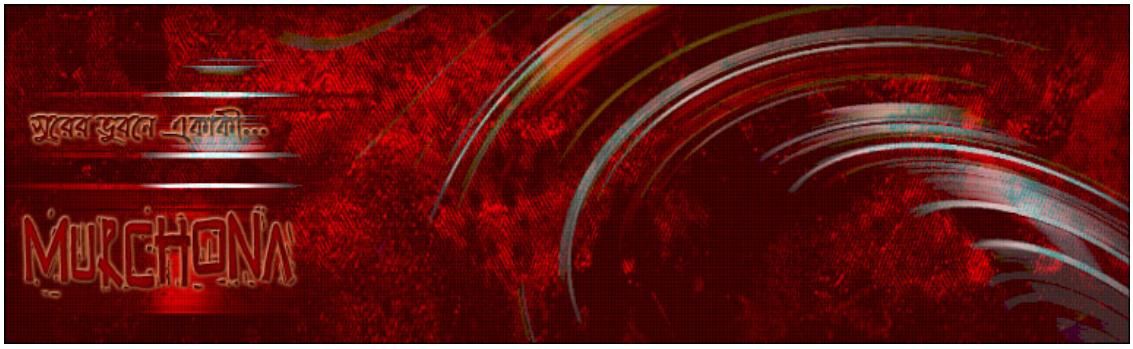

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com